শোনো হে যুবক

শোনো হে যুবক

ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ

আবদুল আলীম

শামীম আহমাদ

মাকতাবাতুল হাসান

শোনো হে যুবক
প্রথম প্রকাশ : রজব ১৪৩৮/এপ্রিল ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : সফর ১৪৪১/অক্টোবর ২০২১
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com ‖ fb/Maktabahasan
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
অনলাইন পরিবেশক :
rokomari.com - wafilife.com - quickkcart.com
ISBN : 978-984-8012-07-9
Web : maktabatulhasan.com

মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র

[বইটি দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বিতরণের ক্ষেত্রে থাকবে বিশেষ ছাড়]

Shono He Jubok
by Dr. Ragheb Sergani
Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

মনে রাখা দরকার, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন,

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

তবে কি তোমরা মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অহেতুক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? [সুরা মুমিনুন : ১১৫]

©
প্রকাশক

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্যসংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ০৯
রচনার 'শুরুকথা' ১১
তরুণদের সমস্যাবলি ১৫
ইসলামে তারুণ্যের স্থান ২৭
কেন এই ব্যবধান? ৬২

আমাদের পতনের কারণগুলো ৬৪
১. ইসলাম বিষয়ে সচেতনতামূলক শিক্ষার অভাব ৬৪
২. আদর্শ ব্যক্তিত্বের অভাব ৭৯
৩. হতাশা ৮৭
৪. মিডিয়া ও তথ্যপ্রযুক্তির অসদ্‌ব্যবহার ৯৭

কিছু কার্যকর নসিহত ৯৯
গুনাহ বর্জন ১০০
দ্বীনের জ্ঞান অর্জন ১০৫
মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ১০৮
সকল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ১১০
আত্মীয়তার সম্পর্ক জোরদার করা ১১২
সৎ বন্ধু নির্বাচন ১১৬
নিজের চারপাশকে জানা ১১৯
শরীরচর্চা ১২১
অন্যদের আহ্বান ১২২
সময়সূচি নির্ধারণ ১২৪

শেষকথা ১২৭

***

আজকের তরুণদের জীবনযাপনের অবস্থা ও চিত্রই যেন বলে উঠছে—

﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾

আমাদের জীবন তো এই ইহজীবনই, আর কিছু নয়। (এখানেই) আমরা মরি ও বাঁচি। [সুরা মুমিননুন : ৩৭]

***

সম্পাদকীয়

তরুণরা হলো একটি জাতির গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। এই শক্তির যদি সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায় তাহলে পৃথিবীতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব। যুগে যুগে এই শক্তি ব্যবহার করে সংঘটিত হয়েছে নানা রেনেসাঁস ও বিপ্লব। দেশ গঠনে, জাতি গঠনে এই তরুণ সমাজ দিয়েছে রক্ত, ঘাম, মেধা ও শক্তি। এই তরুণদের উজ্জীবিত করতে, সঠিক পথের সন্ধান দিতে ড. রাগিব সারজানি লিখেছেন একটি অনবদ্য গ্রন্থ। যার নাম *রিসালাতুন ইলা শাবাবিল উম্মাহ*।

২০১৭ সালে মাকতাবাতুল হাসান ড. রাগিব সারজানির এ গ্রন্থটি *শোনো হে যুবক* নামে অনুবাদ প্রকাশ করেছিল। এরপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে। মাকতাবাতুল হাসান থেকে নতুন নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের সংখ্যার পাশাপাশি বড় হয়েছে হাসান পরিবার। বেড়েছে কর্মক্ষমতা।

তাই নতুন বই প্রকাশের পাশাপাশি মাকতাবাতুল হাসান সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আরবি থেকে অনূদিত পুরোনো বইয়ের যেগুলোর আরবি নতুন সংস্করণ বাজারে এসেছে বা যেসব বইয়ের ব্যাপারে পাঠকরা বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছেন, সেসব বই সংযোজন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে পাঠকের সামনে পরিবেশন করবে। পাশাপাশি অনুবাদ নিরীক্ষণ ও প্রয়োজনীয় টীকাও যুক্ত করবে। সেই সিদ্ধান্তের আলোকে *শোনো হে যুবক* গ্রন্থটির ওপরও কাজ করা হয়েছে।

এই গ্রন্থটির দুটি অনুবাদ আমাদের হাতে ছিল। একটির অনুবাদক আবদুল আলীম সাহেব, আরেকটির অনুবাদক শামীম আহমাদ সাহেব। আবদুল আলীম সাহেবের অনুবাদটিই *শোনো হে যুবক* নামে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। নতুন সংস্করণের ক্ষেত্রে দুইটি অনুবাদই আমরা সামনে রেখেছি। তবে হাদিসের তাখরিজের ক্ষেত্রে আমরা জনাব শামীম সাহেবের মাকতাবাতুশ শামেলা থেকে

তাহকিক করা হাদিস নাম্বার ব্যবহার করেছি। দুইজনের অনুবাদ থেকে যারটি যেখানে বেশি সাবলীল, প্রাঞ্জল, ভাব ও মূলের কাছাকাছি মনে হয়েছে, সম্পাদনায় সেটাকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি বর্তমান গ্রন্থটি পাঠকদের কাছে আরও সুখপাঠ্য ও ফলদায়ক হবে।

তরুণ সমাজকে যে বার্তা লেখক দিতে চেয়েছেন তা যদি তরুণগণ সাদরে গ্রহণ করে নেয় তাহলেই আমাদের সকল চেষ্টা ও শ্রম সার্থক মনে হবে।

আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টার পরও যদি কোনো ভুলত্রুটি কারও দৃষ্টিতে আসে, তাহলে আমাদের অবগত করলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল চেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

মিশকাত আহমদ
সম্পাদক
মাকতাবাতুল হাসান

রচনার 'শুরুকথা'

জোছনায় প্লাবিত মনোরম এক রাত। এ সময় এক ভদ্রলোক এলেন। প্রাথমিক কুশল বিনিময় শেষে তিনি আমার কাছে তার ২০ বছর বয়সী ছেলের অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করতে শুরু করলেন।

তিনি বললেন, আমি জানি না, ছেলেটিকে নিয়ে আমি এখন কী করব। কী করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটাব। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছি।

আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বললাম, আপনি ছেলের ব্যাপারে কী ধরনের অভিযোগের কথা বলতে চাইছেন? একটু খুলেই বলুন না! আপনার ছেলে কি কোনোভাবে বিপথে চলে গেছে? পড়াশোনা করতে চায় না? নামাজ পড়ে না? ভালোভাবে কথা বলে না? নাকি বাবা-মার সাথে খারাপ আচরণ করে? নাকি নাজায়েজ জিনিস থেকে সে তার দৃষ্টি সংযত করে না? তার সমস্যাটা আসলে কী?

এগুলোই কি তার সম্পর্কে অভিযোগ, যেমন অনেক পিতাই তার পুত্রের সম্পর্কে করে?

আমার কথায় সেই তরুণের বাবা উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, ডক্টর সাহেব, আপনি যা বললেন এগুলোর কোনোটিই নয়। তার বিষয়টি এগুলোর সম্পূর্ণ উলটো। বরং তার সম্পর্কে আমার অভিযোগ হলো, ছেলেটি দীর্ঘ সময় ধর্মীয় পড়াশোনায় সময় ব্যয় করে। ছোট থেকে ছোট বিষয় নিয়েও জানতে চায়, এটি হালাল নাকি হারাম? জায়েজ নাকি নাজায়েজ? অধিকাংশ নামাজই মসজিদে গিয়ে আদায় করে। দীর্ঘ সময় ধরে বড় বড় বই পড়ে। অনেক রকম মৌলিক ও রেফারেন্সগ্রন্থ ঘাঁটাঘাঁটি করে। দিনের অনেকটা সময় সে আলোচনা করে ফিলিস্তিন, ইরাক, সুদান ও চেচনিয়া সম্পর্কে। বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে।

আমি তাকে অনেকবার বুঝিয়েছি, সে যেন এগুলো থেকে বিরত থাকে। সে যেন একজন তরুণের জীবন যাপন করে। তাকে বলেছি, তুমি নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমি চাই তুমি খেলা করো, হাসি-উল্লাস করো। জাতির অন্য তরুণরা যেভাবে নির্ভার হাসি-আনন্দে কাটাচ্ছে, তুমিও সেভাবেই জীবন কাটাও। এত এত পড়া, এত এত চিন্তা তো তোমার কাজ নয়, তোমার বয়স এখনো অল্প। কিন্তু সে তো তার পথে অটল।

কথাগুলো বলে ভদ্রলোক আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জনাব, আমি এখন তার ব্যাপারে কী করতে পারি? পরামর্শ দিন।

আমি গভীরভাবে শ্বাস নিলাম। অবশেষে অনেক চিন্তাভাবনার পর ভদ্রলোককে বললাম, এখন আপনার প্রতি আমার উপদেশ হলো, আপনি আপনার ছেলের পাশে গিয়ে বসুন এবং তার থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন! পৃথিবীতে এমন অনেক বাবা আছেন জীবন পরিচালনার পাথেয় পেতে যাদের শিক্ষা ও উপদেশের দিকে সন্তানদের উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। আবার এমন অনেক সন্তান আছে, যাদের তারুণ্যদীপিত মেধা, বোধ ও চিন্তাশক্তি এমন কিছু চিন্তা, প্রজ্ঞা ও সুশৃঙ্খল জীবনবোধ অর্জন করতে সক্ষম হয়, তাদের পিতারা সেগুলোর ধারেকাছেও এখনো ঘেঁষতে পারেননি।

আমার এ কথায় লোকটির মানসিক উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। তিনি যেন বুঝে উঠতে পারছেন না কথাগুলো। তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলে উঠলেন, ডক্টর সাহেব, আপনি বলেন কী! আমার ছেলেটি এখনো অতি নবীন। তরুণ। মাত্র ২০ বছর তার বয়স, সে এ সবের কী বোঝে!!

এরপর আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়ত করতে চাইনি। আমার হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোক আমার থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেলে আমি সেই চন্দ্রালোকিত

রাতের নিরালায় আবারও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হই। অবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে ভাবতে থাকি। কেন এমন হলো?

তরুণ ও তারুণ্য নিয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা এতটা নিম্নগতির কেন?

জানা দরকার, 'তরুণ' শব্দটি ইসলামে কেমন অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে তরুণদের ভূমিকা কেমন ছিল। কেমন ছিল তাদের সংগ্রাম, লড়াই ও অবদান। তরুণদের থেকে কী প্রত্যাশা করে ইসলাম। তাদের সক্ষমতা ও সম্ভাবনার সীমা কতটা উচ্চ ও মহান।

অথচ আজকের তরুণরা কোনদিকে ধাবমান? কী তাদের করা উচিত আর কী তারা করছে? এ ধরনের বিভিন্ন চিন্তা, প্রশ্ন ও বাস্তব কিছু সমাধান নিয়েই রচিত হয়েছে আমার এই গ্রন্থ।

—ড. রাগিব সারজানি

তরুণদের সমস্যাবলি

কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদের পক্ষ থেকে একবার مُشْكِلَاتُ الشَّبَابِ—'তরুণদের সমস্যাবলি' শিরোনামে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। আমিও সেই সেমিনারে উপস্থিত ছিলাম। আমাকে সেখানে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়। আমি আমার ঘোষিত সময়ে বক্তৃতা দিতে ডাইসে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনের ছাত্রদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কিন্তু তাদের জন্য কিছু বলার আগে আমার কাছে ভালো মনে হলো, তরুণরা সাধারণত যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হয়, আমি বরং আগে তাদের থেকে সেই সমস্যাগুলোর কথা জেনে নিই, যাতে এমন না হয় যে, আমি এবং আমার বক্তব্য থাকল এক প্রান্তে আর তারা এবং তাদের সমস্যাবলি থাকল আরেক প্রান্তে, কারও সঙ্গে কোনো সংযোগ হলো না!

বিষয়টি জানার জন্য আমি একটি বাস্তব কৌশল অবলম্বন করলাম। তরুণদের লক্ষ করে আমি বললাম, তারা যেন প্রত্যেকে তাদের জীবনমুখী সমস্যাগুলো একটি কাগজে লিখে দেয়, যেগুলোর সমাধান হয়ে গেলে তারা প্রত্যেকেই একেকজন সুখী সফল এবং পরিতৃপ্ত মানুষ হয়ে উঠতে পারবে।

উপস্থিত তরুণরা আমার এ অভিনব আহ্বানে আনন্দ ও উৎসাহের সাথে সাড়া দিলো। তারা বিভিন্ন চিরকুটে নিজেদের সমস্যাগুলো লিখে আমার কাছে পাঠাতে লাগল।

সবগুলো কাগজ একত্র হলে আমি তাদের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি সমীক্ষা করতে শুরু করি। সমজাতীয় সমস্যাগুলো একত্র করি। অতঃপর সবগুলো সমস্যা বিষয়বস্তু আকারে সাজিয়ে সন্নিবেশিত করি। এরপর তাতে দৃষ্টি বুলিয়ে আমি নিজেই যেন হতবুদ্ধ হয়ে পড়ি। এটি ছিল আমার জন্য সত্যই এক আকস্মিক ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা!

আমি আমার বক্তৃতার ক্ষেত্রে তরুণদের যে সমস্যাবলি নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলাম, এখন দেখি তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত সমস্যাগুলো ভিন্ন ধরনের। আমার পূর্ব ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

কী বিপদ! আমি যদি পূর্বেই তাদের থেকে এগুলো না শুনে আমার বক্তৃতা শুরু করতাম, তাহলে আসলেই আমি এবং আমার বক্তব্য রয়ে যেত এক প্রান্তে, আর তারা এবং তাদের সমস্যাবলি থেকে যেত আরেক প্রান্তে।

আমি বক্তৃতার ডাইসে দাঁড়িয়ে নিজের মধ্যে ভীষণ বিচলিত বোধ করতে থাকি। আমি কি এখন সে-সকল সমস্যা নিয়েই কথা বলব, যেগুলোকে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভাবছে, নাকি সেই সমস্যাগুলো নিয়ে, আমার দৃষ্টিতে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিংবা যেগুলোকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভাবা উচিত?

অবশেষে তাদের নির্ধারিত সমস্যাগুলো দিয়েই আমি আমার কথা শুরু করি। মাঝখানে বলে রাখি, তরুণদের উত্থাপিত প্রধান সমস্যাগুলো ছিল নিম্নরূপ—

- শিক্ষা সমাপ্তির পর বেকারত্বের ভয়।
- বিবাহের ইচ্ছা প্রবল, কিন্তু আর্থিক অক্ষমতার কারণে এই সময়ে তা কিছুতেই সম্ভব না হওয়ার বিপত্তি।
- তরুণ-তরুণীদের অবাধ মেলামেশা, প্রতিফলে জৈবিক চাহিদার প্রাবল্যে প্রায় সর্বক্ষণ নিজের ভেতর একধরনের উত্তেজনা ও অস্থিরতার অবস্থিতি।
- দৃষ্টি সংযত করতে না পারা। বিভিন্ন ছবি ও চিত্রের প্রতি আসক্তি।
- পাঠ্যক্রমকে খুবই কঠিন মনে হওয়া। অথচ জানা হয়ে গেছে এই পড়াশোনার তেমন কোনো কার্যকারিতা নেই।
- গোপন অনৈতিক অভ্যাস।
- দরিদ্রতা, আর্থিক অক্ষমতা।
- একতরফা ভালোবাসা।
- মাদকাসক্তি।
- ধূমপান।